তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮" নামে অভিহিত হবে।

২। পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে তিনটি করে (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) নিম্নোক্ত চারটি পর্যায়ে প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়

(খ) প্রশাসনিক বিভাগ

(গ) জেলা ও

(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য যেকোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা যেতে পারে:

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন	১০	
২.	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইট মূল্যায়ন	১০	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০	
৪.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ	১০	
৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১০	
৬.	তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ও সরবরাহকৃত তথ্যের হার	১০	
৭.	দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ও আপীল নিষ্পত্তির হার	১০	
৮.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা	১০	
৯.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার	১০	
১০.	অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১০	

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২৫	
২.	তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা ও সরবরাহকৃত তথ্যের হার	২৫	
৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল ও অভিযোগের সংখ্যা	২৫	
৪.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার	২৫	

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠনঃ

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

কমিটিঃ

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনার-১, তথ্য কমিশন	সদস্য
তথ্য কমিশনার-২, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধিঃ

- গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।
- কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৭। পুরস্কারের মানঃ

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং প্রথম পুরস্কার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন